মাণিক রায় প্রযোজিত

আমি সিরাজের বেগম

বিশ্বজিৎ

সন্ধ্যা

অভিনীত

মাণিক রায়, দীনবন্ধু ব্যানার্জী ও অজিত দত্ত প্রযোজিত

এম আর প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

আমি সিরাজের বেগম

কাহিনী ঃ শ্রীপারাবত চিত্রনাট্য - সংলাপ - গীত ঃ প্রণব রায়

পরিচালনা ঃ সুশীল মুখার্জী

সঙ্গীত ঃ অনিল বাগচী

আলোকচিত্র ঃ বিজয় দে। শব্দগ্রহণ ঃ নৃপেন পাল, অনিলনন্দন, বাণী দত্ত, সৌমেন মুখোপাধ্যায় ও জে, ডি, ইরাণী। সম্পাদনা ঃ সন্তোষ গাঙ্গুলী। সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। কর্মসচিব ঃ কমল সেন। ব্যবস্থাপনায় ঃ সুনীল সেন। নৃত্য পরিকল্পনায় ঃ প্রভাত ঘোষ। শিক্ষানির্দেশক ঃ সুনীল সরকার। দৃশ্য সংগঠন ঃ গুপী সেন। রূপসজ্জা ঃ শক্তি সেন, প্রমথ চন্দ। সাজসজ্জা ঃ শের আলি, দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। পরিচয়পত্র ঃ দিগেন ষ্টুডিও। স্থিরচিত্র ঃ ষ্টুডিও বালকা। প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ অমিত সরকার।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা ঃ রাণা চক্রবর্তী। চিত্র শিল্প ঃ শান্তি দত্ত, বিমল চৌধুরী। সম্পাদনা ঃ তাপস মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জা ঃ সুভাস সেন। শব্দগ্রহণ ঃ সিদ্ধি নাগ, জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলা সরকার। ব্যবস্থাপনা ঃ রমনী দাস। দৃশ্যাঙ্কন ঃ রামচন্দ্র সিঙ্কে। মূর্তশিল্পী ঃ জিতেন পাল সঙ্গীত ঃ শৈলেশ রায়।

পরিস্ফুটনে

তারাপদ চৌধুরী, অবনী রায়, ফেনিভূষণ রায়, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী
রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী।

প্রচার

ধীরেন মল্লিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমতী কানন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅসিত চৌধুরী, শ্রীকানাই দে,
শ্রীবিনু মজুমদার (বহরমপুর), শ্রীত্রিপুরারী ঘোষ, শ্রীমতিলাল সাহা,
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীকানাইলাল বসু, শ্রীশচীদুলাল হাজরা, নিমাই দে।

নিউ থিয়েটার্স ৯নং – ক্যালকাটা মুভিটোন – টেকনিসিয়ান্স ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর বি মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

নেপথ্য কণ্ঠে ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় - প্রতিমা ব্যানার্জী - আরতি মুখার্জী

রূপায়ণে

বিশ্বজিৎ। সন্ধ্যা রায় ।। জলকা (বোম্বে - অতিথি)

পাহাড়ী সান্যাল ঃ বিকাশ রায় ঃ দিলীপ রায় ঃ শেখর চট্টোপাধ্যায় ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বীরেন চ্যাটার্জী ঃ পারিজাত বসু ঃ অজয় গাঙ্গুলী ঃ অমরনাথ মুখার্জী ঃ মন্মথ মুখার্জী ঃ নির্মল ঘোষ ঃ সুব্রত সেনশর্মা ঃ শোভন লাহিড়ী ঃ শান্তি সিনহা ঃ মনি শ্রীমানি ঃ শঙ্কর ভট্টাচার্য্য ঃ ডাঃ বাসুদেব মুখার্জী ঃ কামু মুখার্জী ঃ জীবন গুহ ঃ পিন্টু দাশগুপ্ত ঃ দীপেন আচার্য্য ঃ শিশির পাণ্ডে ঃ অরুণ সাধুখাঁ মিহির পাল ঃ পাঁচু দাস ঃ নিমাই দত্ত ঃ ভানু চ্যাটার্জী ঃ জ্যাম বড়ুয়া ঃ বীরেন দাশগুপ্ত ঃ সরোজ বকসী ও প্রভাত ঘোষ।

চন্দ্রাবতী ঃ বাসবী নন্দী ঃ সুলেখা রায় ঃ সীমা দাস ঃ পলিন চ্যাটার্জী ঃ শুক্লা চ্যাটার্জী ঃ কৃষ্ণা দাস ঃ চন্দ্রলেখা মুখার্জী ঃ রুনু ঘোষ ঃ মঞ্জু ঃ অনিতা ঃ সোমা প্রভাতী ও বেবী বানার্জী।

একমাত্র পরিবেশক

এম আর ফিল্মস্ (১৯৭২)

কাহিনী

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি আজও স্মৃতি হয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদের খোশবাগে। প্রতিটি ঐতিহাসিক চরিত্রের পেছনে যেঘরের কাহিনী রয়েছ ইতিহাসের পৃষ্ঠা তা বহন করেনা। সেখানে আর পাঁচ জনের মত সাধারণ সুখ-দুঃখ, প্রীতি, ভালবাসা, মান আর অভিমানই প্রধান – রাজের উত্থান পতন নয়। ইতিহাস উপেক্ষিতা অনেক মহিলার সাক্ষাৎ এখানে মেলে ! যাদের স্বার্থত্যাগ – প্রেম – আর প্রেরণাই এক একটি ঐতিহাসিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করেছে মাত্র।

বেগম লুৎফা এমন এক মহিয়সী মহিলা যিনি জারিয়া অর্থাৎ সামান্য ক্রীতদাসী থেকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা বেগম হয়েছিলেন – আর নেপথ্য থেকে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সমস্ত সৎকাজে উৎসাহ যোগাতেন। যিনি তার নির্মল ভালোবাসায় উচ্ছৃঙ্খল নবাবকে নতুন মানুষ করে গড়ে তুলেছিলেন। যিনি কোনদিন নিজেকে জাহির করতে চাননি— আর জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেছেন।

প্রেমিক লুৎফা-উন্নেসা শুধু বলে গেছেন— আমার একমাত্র পরিচয়—আমি সিরাজের বেগম।

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী ঃ
আরতি মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আ—আ—আ—আ—
গুলাবী গালে তোমার—
গুলাব ফুলের লালী দেবো—
তোমার ওই রেশমী চুলে—
কাজলা মেঘের কালী দেবো—
আসমানের ঐ তারা থেকে—
নেমে এলে কোন পরী
আ-চাঁদ বুঝি আজ হার মেনেছে—
তোমায় দেখে সুন্দরী !
আহা-আ-গুলসনে ওই বাহার এলো
তোমায় দেখে সুন্দরী !
কত - মজনু হ'লো প্রেম দীওয়ানা—
তোমায় দেখে সুন্দরী !
মেহেদী রঙ লাগিয়ে দেবো—
লতার মতো দু'টি হাতে।
মনের মানুষ পালিয়ে না যায়—
বন্দী করো নিরালাতে।
ঝুমকো দেবো দুই কানে—
আর গলাতে হার সাতনরী।
আহা - যৌবনে আজ তুফান জাগে—
তোমায় দেখে সুন্দরী !
বাঁকা চোখে—হাঃ-হাঃ-হাঃ
সুর্মা এঁকে—
ঘায়েল করো তরুণ হিয়া।
প্রেমিক প্রিয়া হোক না বেহুঁশ
ওই অধরের পরাব পিয়া
একটু হাসির রোশনিতে আজ
জ্বালাও হাজার ফুলঝুরি।
কত - লায়লী যে হায় লজ্জা পেলো—

(২)

শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখার্জী

এ চৈতি রাত—এ চাঁদনী রাত—
আসেনি আগে।
আজ মনেরই দিলরুবাতে—
তাই তো সুর লাগে ।।

আকাশে চাঁদের ও হাসি
করে ঝলমল,
আমারি পাশে যে চাঁদ্
সে আরও উজল।
পিয়ারে জড়ায়ে হিয়া—
মধু রাত জাগে ।।

তুমি এলে সাথে সাথে—
এসেছে বাহার,
তুমি যে আমারি তাই—
দুনিয়া আমার।
প্রেমেরই কবিতা যেন—
লেখা ফুলবাগে।।

(৩)

শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

বাঁকা আঁখি নয় গো-ও-ও যে—
বাঁকা তালোয়ার।
ভালোবেসে মরে আছি—
মেরো নাকো আর ।।

তোমারি রূপের ফাঁদে—
মনেরই হরিণী কাঁদে—
তুমি যে শিকারী পিয়া—
আমি যে শিকার।

আমি যে গোলাপ কলি—
মধুচোরা তুমি অলি—
তোমাতে আমাতে হ'লো—
চোখে-চোখে প্যার—
মিঠি-মিঠি প্যার—
ভালোবেসে মরে আছি—
মেরো নাকো আর।

(৪)

শিল্পী ঃ আরতি মুখোপাধ্যায়

পিও - পিও - পিও - রাজা—
রাত নাহি বাকি।
রাত নাহি বাকি ।

মৌ-পিয়াসী – ও মৌমাছি—
এসো আমার কাছে।
যৌবনেরই পেয়ালাতে—
নতুন নেশা আছে ।।

জোছনা শারাব পিয়ে—
রাত যে মাতাল হ'লো,
ফাগুণেরও নেশাতে আজ
মনের বেসামাল হ'লো।
তোমার চোখে চোখ মিলিয়ে—
মন যে তোমায় যাচে ।।

হায় রে জানিনা আমি—
কিসের নেশা করেছি,
তোমারই কসম রাজা—
তোমায় দেখে মরেছি।
ভালোবেসে যে মরেছে—
সে কি ফিরে বাঁচে।
পিও - পিও - পিও - রাজা—
রাত নাহি বাকি।
রাত নাহি বাকি।

পরবর্তী ছবি

বিশ্বজিৎ

অভিনীত

?

মুদ্রণে ঃ প্রিণ্টওরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬